

২০২০

বাংলা — সাম্মানিক

পঞ্চম পত্র

পূর্ণমান - ১০০

প্রাপ্তলিখিত সংখ্যাগুলি পূর্ণমান নির্দেশক।  
উত্তর যথাসম্ভব নিজের ভাষায় লেখা বাঞ্ছনীয়।

বিভাগ - ক

- ১। (ক) গীতিকবিতা কাকে বলে? গীতিকবিতার শ্রেণিবিভাগ করো। বাংলা সাহিত্যের যে-কোনো একজন গীতিকবির রচিত গীতিকবিতার বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করো। ৫+৫+১০

অথবা,

- (খ) উদাহরণসহ যে-কোনো দুটি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করো। ১০+১০  
(অ) সনেট  
(আ) সাহিত্যিক মহাকাব্য  
(ই) গাথাকাব্য।

বিভাগ - খ

- ২। যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

- (ক) “পরম অধর্মাচারী রঘুকুলপতি” — বারংবার উচ্চারিত এই অভিযোগ এবং খেদ ‘কেকয়ী’ চরিত্রকে তথাকথিত পতিব্রতার পরিবর্তে কীভাবে প্রতিবাদী নারীতে পরিণত করেছে, তা ‘বীরাঙ্গনা’ কাব্যের সংশ্লিষ্ট পত্রটি বিশ্লেষণ করে দেখাও। ২০
- (খ) ‘বীরাঙ্গনা’ কাব্যে তোমার পছন্দমতো যে-কোনো দুজন ‘বীরাঙ্গনা’ নারীর স্বরূপ ও বিশেষত্ব সংক্ষেপে আলোচনা করো। ১০+১০
- (গ) “দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা” — বৈষ্ণব পদাবলী সম্পর্কে প্রচলিত সংস্কারের উর্ধ্বে এই অভিনব অনুভবই রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণব কবিতার বিশেষত্ব। — আলোচনা করো। ২০
- (ঘ) ‘সোনার তরী’ কাব্যের ‘বসুন্ধরা’ কবিতায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের মর্ত্যপ্রীতির পরিচয় দাও। ২০

Please Turn Over

৩। যে-কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

(ক) “জনম মম মহাঋষিকুলে,  
তবু চণ্ডালিনী আমি?”

— কার উক্তি? বক্তার এই আত্মগ্লানির কারণ কী?

১+৪

(খ) “কে তুমি,— বিজন বনে ভ্রম হে একাকী,  
বিভূতি-ভূষিত অঙ্গ? কি কৌতুকে, কহ,  
বৈশ্বানর, লুকাইছ ভস্মের মাঝারে,  
মেঘের আড়ালে যেন পূর্ণশশী আজি?”

— বক্তা কে? উক্তির তাৎপর্য নির্ণয় করো।

১+৪

(গ) “আঁধার রজনী আসিবে এখনি

মেলিয়া পাখা

সন্ধ্যা আকাশে স্বর্ণ-আলোক

পড়িবে ঢাকা।”

— প্রসঙ্গ নির্দেশ করে উদ্ধৃত অংশের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।

১+৪

(ঘ) — “শ্রাবণ গগন ঘিরে

ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে,

শূন্য নদীর তীরে

রহিনু পড়ি...”

— প্রসঙ্গ নির্দেশ করে উদ্ধৃত অংশের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।

১+৪

### বিভাগ - গ

৪। যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

(ক) ‘বিদ্রোহী’ কবিতায় প্রকাশিত নজরুলের কবিমানস ও কাব্যাদর্শের পরিচয় দাও।

২০

অথবা,

(খ) ‘দারিদ্র্য’ কবিতাটিতে কবি নজরুলের যন্ত্রণাদগ্ধ হৃদয়ের স্বরূপ উদ্ঘাটন করো।

২০

(গ) বুদ্ধদেব বসু তাঁর ‘রবীন্দ্রনাথের প্রতি কবিতায় রবীন্দ্রনাথের মূর্তিটি কীভাবে নির্মাণ করেছেন তা তোমার নিজের ভাষায় লেখো।

২০

অথবা,

(ঘ) ‘বোধন’ কবিতায় মানুষের বিপন্নতাবোধ ও কবি সুকান্তের জীবনদর্শনের সঙ্গতি কোথায় — সে বিষয়ে আলোচনা করো।

২০

৫। যে-কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

(ক) “প্রার্থনা করো— যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস।

যেন লেখা হয় আমার রক্ত লেখায় তাদের সর্বনাশ।”

— কাদের উদ্দেশ্যে কবির এই অভিশাপবাণী উচ্চারিত হয়েছে? উদ্ধৃতিটি কবির কোন্ মানসিকতার পরিচয়বাহী? ১+৪

(খ) “যেদিন আমি হারিয়ে যাবো, বুঝবে সেদিন বুঝবে।

অস্তপারের সন্ধ্যাতারায় আমার খবর পুছবে।”

— উদ্ধৃত অংশটি প্রসঙ্গসহ ব্যাখ্যা করো।

৫

(গ) “কপাল থেকে দাঙ্গার রক্ত মুছে ফেলে

আমাকে বুকু করে তুলে নিতে এসেছে

আমেদাবাদের সুতোকলের জঙ্গী মজুর।

আমার মৃতদেহের পাহারাদার আজ

প্রতিটি হাল বহনকারী বলরাম—”

— কার লেখা কোন্ কবিতার অংশ? কাব্যংশটির তাৎপর্য লেখো।

১+১+৩

(ঘ) “তোমায় দেখে একদৌড়ে পালিয়ে গেছি ঘরে।

বেণীমাধব, আমার বাবা দোকানে কাজ করে।”

— উদ্ধৃত অংশটির তাৎপর্য সংক্ষেপে বুঝিয়ে দাও।

৫

### বিভাগ - ঘ

৬। (ক) নিম্নলিখিত অংশ দুটির মধ্যে যে-কোনো একটি-র কাব্যশৈলী বিচার করো।

২০

“যত চাও তত লও তরণী পরে।

আর আছে? — আর নাই, দিয়েছি ভরে।

এতকাল নদীকূলে,

যাহা লয়ে ছিনু ভুলে,

সকলি দিলাম তুলে

থরে বিথরে—

এখন আমারে লহো করুণা করে।

ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোটো সে তরী।

আমার সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।”

(খ) “এই তো জানু পেতে বসেছি, পশ্চিম  
আজ বসন্তের শূন্য হাত  
ধ্বংস করে দাও আমাকে যদি চাও  
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।

কোথায় গেল ওর স্বচ্ছ যৌবন  
কোথায় কুরে খায় গোপন ক্ষয়!  
চোখের কোণে এই সমূহ পরাভব  
বিষায় ফুসফুস ধমনী শিরা!

জাগাও শহরের প্রান্তে প্রান্তরে  
ধূসর শূন্যের আজান গান;  
পাথর করে দাও আমাকে নিশ্চল  
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।”

---